

NARRATIVE

Ferdinando Frega – Nando the Scribe



GILLETTE: ন্যারেটিভ

GILLETTE TRAILER 25 — লিপিকার নান্দো

একটি বহুজাতিকের ম্যানেজমেন্টের সেই ক্ষমতা আছে, সেই সচেতনতাও আছে, যা দিয়ে ঠিক করা যায় একটা পণ্যের মূল্য, ব্যবসার ভেতরে তার গুরুত্ব, ব্র্যান্ডের শক্তি, আর বিনিয়োগ কোথায় যাওয়া উচিত।

তাদের মূল এলাকা একই থাকে: পরিকল্পনা, কর্মসূচি, পদ্ধতি — বাকি সবকিছু বাস করে ওই ফ্রেমের ভেতরে।

এটাই তাদের কাজ, আর এর জন্যই তারা মাইনে পায়। এরপর আসে তার সঙ্গে জুড়ে থাকা কর্মজীবনের উন্নতি, বেতন, সুযোগ-সুবিধা, স্টক প্ল্যানের সেরা বিন্যাস — তবে এর সবটাই যে একই কোম্পানির ভেতরে ঘটবে, তা কখনোই নিশ্চিত নয়।

যে কখনো ভেতরে কাজ করেনি, সে ভাবতে পারে, যে কোম্পানি একজন ম্যানেজারকে গড়ে তুলেছে, সেখানে ভালো থাকলে সে কোম্পানি ছাড়বে কেন।

তাদের মাথায় প্রথম যা থাকে, তা কখনোই টাকা নয়। তা হল কেরিয়ার — চূড়ায় ওঠা।

মানুষ সাধারণত পড়ে ঠিক তখনই, যখন ভাবে পৌঁছে গেছে, কারণ টাকা চিরকাল সব ভুল ঢেকে রাখতে পারে না, আর সংখ্যাগুলোও চিরকাল লুকিয়ে থাকতে পারে না। তখনই নেমে আসে ম্যানেজারদের গিলোটিন — অনিবার্য।

কিন্তু এই সবকিছু কর্পোরেট ন্যারেটিভের সঙ্গে মেলে কীভাবে?

ক্যাথলিক চার্চ, APPLE, L'ORÉAL, NIKE, MERCEDES — এবং আরও কিছু — এমন সব প্রতিষ্ঠান যারা চালায়, তারা এটা ভালোই বোঝে: একটা পণ্যের দরকার ভোক্তা, দরকার মুনাফা তৈরি করা, আর তার আয়ু সীমিত। অন্যদিকে ন্যারেটিভ এমন এক গল্প, যার পাঠকের দরকার নেই, কারণ প্রত্যেকে নিজে থেকেই তার সঙ্গে একাত্ম হয় — আর ঠিক সেটাই একে চিরন্তন করে তোলে।

উদাহরণের দরকার নেই — সেগুলো বড্ড স্পষ্ট। সংখ্যারও দরকার নেই, কারণ একে মাপা যায় না।
এর প্রভাব বোধের স্তরে, আর সেটাই একে অনন্য করে।

কোম্পানিগুলো পয়সা দেয় ওয়েব সার্চের ভেতরে জায়গা দখল করতে, নিজেদের পণ্য বেচতে।
ন্যারেটিভ ওয়েবের আরও ভালো জমিটা দখল করে — বিনা পয়সায়। অন্তত সেই ধরনের ন্যারেটিভ,
যার সত্যিকারের মূল্য আছে বলে স্বীকৃত।

আর এখানেই সেই অংশ, যা সবচেয়ে জোরে লাগে: ভাবো, Apple-এর নিজের ন্যারেটিভের ভেতরেই
কোথাও কেউ ঠিক করল Nokia-র ফোনের প্রচার শুরু করবে। কী হবে বলে তোমার মনে হয়?

ঠিক সেই মুহূর্তেই নেমে আসে শেয়ারহোল্ডারদের গিলোটিন — দশ সেকেন্ডেরও কম সময়ে — আর
ঘাস কাটার যন্ত্রের চেয়েও পরিষ্কার কাটতে শুরু করে। কারণ উদ্ধৃত আর নির্বোধকে আলাদা করার
কোনো রেখা নেই: দুজনেই ভাবে তারা জিতছে, দুজনেই ভাবে তারা সম্ভাবনার হিসাব কষে খেলছে,
সময় বুঝে খেলছে — এমন এক লড়াইয়ের ভেতরে, যেখানে তারা লড়ছে সম্পূর্ণ একা, আর কেউ
তাদের সেটা জানানোর কষ্টটুকুও করেনি।

এটাই ন্যারেটিভ: এমন কারও গল্প, যার অস্তিত্ব আছে বলে তুমি কখনো ভাবোনি — অথচ সে বাস্তব।

ফের্দিনান্দো